গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিষয়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মো: সোহেল ইমাম খান, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ।

তারিখ: ২৬ আগস্ট, ২০২১।

সময়: দুপুর ১২.৩০ মিনিট।

স্থান: সভাকক্ষ, বিএনসিইউ।

উপস্থিতি: তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)

শ্রদ্ধেয় সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকল অংশীজনকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। উপস্থিত অংশীজন ও বিএনসিইউ'র কর্মকর্তারা পর্যায়ক্রমে তাদের পরিচয় দেন এবং সুশাসন বিষয়ে অংশীজনদের কয়েকজন ও বিএনসিইউ'র কয়েকজন কর্মকর্তা আলোচনায় অংশ নেন। সভাপতি বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এটির মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ কৌশলে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এ লক্ষ্য পূরণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। বিএনসিইউ প্রতিবারের মত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনে সদা তৎপর আছে। সভাপতি 'সহাস্য সেবার' বিষয়টি তুলে ধরেন যা গত বছর থেকে চর্চা করা হচ্ছে এবং অব্যাহত আছে, সেবাগ্রহীতাদের সাথে আলাপের সময় সবাই হাসিমুখে কথা বলবে, আমাদের কাজে যাতে তারা খুশি থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, সেবাগ্রহীতারা সন্তুষ্ট হলে আমাদেরও কাজের সার্থকতা অর্জিত হবে। এরপর সভাপতির অনুমতি নিয়ে প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোহাম্মদ সোহেলুজ্জামান বলেন, বিএনসিইউ সময়মত নির্ধারিত কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে সকল কর্মকর্তা সচেতন থাকেন। সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান বলেন, শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করার একটি মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, ২১-২২ অর্থবছরের এপিএতে ৫টি বিষয় নতুন আঙ্গিকে যুক্ত করা হয়েছে যার ফলে কাজের পরিধি আরও বেড়েছে। এরপর অংশীজনদের মধ্যে থেকে জনাব মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন আলোচনায় অংশ নেন এবং তিনি বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সরকারের একটি ভাল পদক্ষেপ যা কর্মকর্তাদের আরও সৎ হয়ে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে। ধানমন্ডি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব কামরুন নাহার বলেন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এপিএ একটি কার্যকর পদক্ষেপ, সময়মত কাজ করার মন মানসিকতা

উন্নয়নে এর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। অংশীজনেরা বিএনসিইউ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহার ও আচরণে সন্তোষ প্রকাশ করেন, পরবর্তীতে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক নং	বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	সেপ্টেম্বর ২০২১ এর নির্ধারিত কাজ ঠিকভাবে করা।	সেপ্টেম্বর মাসের কাজ সম্পন্ন করা।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।
২	অংশীজনদের সাথে সবসময় হাসিমুখে কথা বলা।	অংশীজনদের সাথে সবসময় সহাস্য সেবা প্রদান করা, বিরক্তি প্রকাশ না করা।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

২৮.০৪.২০২২

(মোঃ সোহেল ইমাম খান)
ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন